**বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস্‌ ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-ব্লিস-২০১৮**

**উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৫, ২২ নভেম্বর ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

সম্মানিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

**আসসালামু আলাইকুম।**

বাংলাদেশ লেদার ফুটওয়্যার এন্ড লেদার গুডস্ ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং শো-ব্লিস-২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সালাম। স্মরণ করছি ’৭৫- এর ১৫ই আগস্টের সকল শহিদকে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। তাঁর সময়ে দেশে ৭ ভাগের উপরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল।

**উপস্থিত সুধী,**

আমরা গত ১০ বছরে দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশ। বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের ৯০ ভাগই আমরা নিজেদের অর্থে করছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজকে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। এবার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ ভাগ। দারিদ্যের হার কমে এখন মাত্র ২১ শতাংশ। মাথাপিছু আয় বেড়ে ১৭শ’ ৫১ ডলার হয়েছে। ৫ কোটির বেশি মানুষ মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা এখন ২০ হাজার ৪৩০ মেগাওয়াট। ৯২ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে।

২০০৯ সালে জিডিপি ১০০ বিলিয়ন ডলার থেকে আড়াইগুণের বেশি বেড়ে ২৭৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের ফলে এ বছর ৪১ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি আয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমরা ইতোমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি।

আমরা সরকারি এবং বেসরকারি অংশীদারিত্ব ও মালিকানায় ১০০টি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। সেগুলিতে বেশ কিছু শিল্প-কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হলে ১ কোটির বেশি লোকের কর্মসংস্থান হবে।

আমরা অত্যাধুনিক যোগাযোগ অবকাঠামো, সড়ক, সেতু ও দ্রুতগতির রেলপথ নির্মাণ করছি। পদ্মাসেতু দৃশ্যমান হয়েছে। মেট্রোরেল নির্মাণ করছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবতা। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সাফল্যের সাথে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে তথ্য বিনিময় ও ডাটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

**প্রিয় সুধী,**

ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণের জন্য আমরা একাধিক টার্মিনাল ও নতুন নৌ-বন্দর স্থাপনের কাজ শুরু করেছি। রপ্তানিমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বেগবান করা আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। আমাদের প্রধান-প্রধান বাজারগুলোতে মার্কেট এক্সেস সুবিধা অক্ষুণ্ন রাখতে কার্যকর কৌশল নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ করছে। দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক মুক্ত-বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে আমরা এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছি।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়কে আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। দেশীয় শিল্প-কারখানাগুলোকে উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল গ্রহণে সক্ষম করে তুলতে আমরা যথেষ্ট মনোযোগী।

**ব্যবসায়ী ভাই ও বোনেরা,**

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের খাত। এই শিল্পের উন্নয়নে আমরা নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছি। রাজধানীর হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে থাকা ট্যানারি শিল্পসমূহকে একটি পরিবেশবান্ধব স্থানে স্থানান্তরের জন্য ঢাকার সাভারে ধলেশ্বরীর নদীর তীরে ২০০ একর জমিতে চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন করে দিচ্ছি। সাভারে চামড়া শিল্প নগরীর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১১৫টি ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদন শুরু করেছে। এখানে শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

আমাদের শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম, উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী শক্তি ও সহায়ক নীতি কৌশলের কারণে গত ১০ বছরে এইখাতে যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সবধরনের সহযোগিতা আমরা অব্যাহত রাখব।

আমাদের ২০২১ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আয় অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সচেতন ও প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছি।

আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের আমি আহ্বান জানাব, বাংলাদেশে বিশেষত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য। বিনিয়োগকারীদের সকল সুবিধা আমরা নিশ্চিত কর।

**সুধিবৃন্দ,**

আমাদের রপ্তানি সক্ষমতা আরও বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছি। সে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত যে চারটি খাতের উন্নয়নে ‘এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস’ নামক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তার মধ্যে চামড়া, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প অন্যতম।

আমাদের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে প্রধান বাধাগুলো নিরসনের জন্য বহুবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ফলে আমাদের রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারখানাসমূহের সামাজিক ও পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স, গুণগত মানের উৎকর্ষ ও উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

পাশাপাশি আধুনিক ডিজাইন ও টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশেই যাতে প্রয়োজনীয় কারিগরি সেবাসমূহ সুলভে দ্রুততম সময়ে পাওয়া যায় সে ব্যবস্থা আমরা করছি। এর ফলে রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি সমস্যা-লীড টাইম অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে।

বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদেরও কারখানাগুলোতে নিরাপদ ও শোভন কর্মপরিবেশ তৈরির পাশাপাশি কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার মত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। এসব বিষয়ে আপনারা গুরুত্ব সহকারে কাজ করছেন। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবেন।

**উপস্থিত সুধী,**

আমি ঘোষণা করছি যে, বিশ্ব বাজারে ও রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম যে কোনো উদ্ভাবনী পণ্য তৈরির উপকরণ যাতে বন্ড সুবিধার মাধ্যমে আমদানি করতে পারে, সেব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণের উপর শুল্ক হার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যৌক্তিক সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনার বিষয়টি এনবিআর সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে।

চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পখাতের জন্য আমাদের পূর্ব ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা অন্তত আগামী ৫ বছরের জন্য বলবত থাকবে। আপনারা নিশ্চিত ও নির্ভরতার সাথে বৃহৎ বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। আমরা বরাবরের মত আপনাদের পাশে থাকব।

পরিশেষে এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং ব্লিস-২০১৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

Now I formally announce BLLISS-2018 open to you all.

খোদা হাফেজ,

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...